ডঃ এনামুল হকের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

প্রবীণ শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট ভাষা ও ব্যাকরণবিদ ও গবেষক প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক গতকাল (মঙ্গলবার) দুপুর পৌনে ১টায় পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ·········রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৮০ বৎসর। তিনি ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস কষ্টজনিত ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হইয়া গত ২০শে জানুয়ারী হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁহার চিকিৎসার জন্য প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলামের নেতৃত্বে মেডিক্যাল বোর্ড গঠিত হইয়াছিল। মাঝখানে তাঁহার অবস্থার খানিকটা উন্নতি হইয়াছিল। গত তিনদিন ধরিয়া তাঁহার অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকে।

মৃত্যুকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম ছাড়াও তাঁহার পুত্র, কন্যাগণ এবং আত্মীয়-স্বজনরা উপস্থিত ছিলেন।

তাঁহার লাশ জিগাতলা বাসভবন প্রাঙ্গণে কিছু সময় রাখার পর গতকাল আছর নামাজশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ফজলুল হালিম চৌধুরী, আওয়ামী লীগ (হা) নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল ও পিপলস

লীগ (রাজী) নেতা ডঃ আলীম আল রাজী অন্যান্যের মধ্যে জানাজায় অংশ গ্রহণ করেন।

জানাজাশেষে লাশ তাঁহার শেষ ইচ্ছানুযায়ী গ্রামের বাড়ীর গোরস্তানে দাফনের জন্য চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার বখৎপুর গ্রামের উদ্দেশে লইয়া যাওয়া হয়।

মৃত্যুকালে তিনি পত্নী, তিন-পুত্র, চার কন্যা, জামাতা, নাতি-নাতিনী, আত্মীয়স্বজন ও অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রাখিয়া গিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদ গতকাল (মঙ্গলবার) এক শোকসভায় মিলিত হয়। সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন সুপারনিউমারী প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ এনামুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহার মূল্যবান অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করে। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।

ঢাকা যাদুঘরের অফিসার ও কর্মচারীবৃন্দ গতকাল (মঙ্গলবার) এক শোকসভায় মিলিত হইয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রফেসর ডঃ এনামুল হকের অবদান শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। যাদুঘর পরিচালক ডঃ এনামুল হক সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকাস্থ চট্টগ্রাম সমিতির সভাপতি প্রফেসর ডঃ নূরুল ইসলাম প্রফেসর ডঃ এনামুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানতাপস ডঃ এনামুল হকের মৃত্যুতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (আ-বা), ইসলামী ছাত্র শিবির, ইসলামী ছাত্রদল ও ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ-এর পক্ষ হইতে পৃথক পৃথক বিজ্ঞপ্তিতে শোক প্রকাশ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

হইতে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তিনি দশম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে বৃটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ 'দেশপ্রেমমূলক গানের সংকলন' প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহা বৃটিশ সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯২৭ সনে তিনি আরবীতে অনার্স সহ বি, এ ডিগ্রী লাভ করেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন তিনি (প্রথম শ্রেণী কেহ পান নাই)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সনে বাংলায় এম,এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন এবং জগত্তারিণী স্বর্ণপদক পান।

তৎকালীন বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগীয় বৃত্তি লইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে 'বঙ্গদেশে সুফী তত্ত্বের ইতিহাস' বিষয়ে গবেষণার দ্বারা ১৯৩৫ সনে পিএইচডি লাভ করেন। তিনি শুরুতে পশ্চিম বাংলার বারাসাত হাইস্কুলে ও পরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর রাজশাহী সরকারী কলেজের অধ্যাপনা করেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান টেক্সট বুক বোর্ড, বাংলা একাডেমী ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের সর্বোচ্চ কর্মকর্তার পদসমূহেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে সুপারনিউমারী প্রফেসর হিসাবে যোগদান করেন ১৯৬৯ সনে। ১৯৭০ সন পর্যন্ত একই পদে দায়িত্ব পালনের পর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য হন। ১৯৭৪ সনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। ১৯৭৬ সনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রফেসর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট) হন। ১৯৮১ সনের প্রথম হইতে তিনি ঢাকা যাদুঘরের সিনিয়র ফেলো হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

ভাষা, সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও প্রশাসনে দক্ষতা ও মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬২ সনে তিনি তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব লাভ করেন। সরকারের গণবিরোধী ভূমিকা, গণহত্যা ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সর্বপ্রথম এই খেতাব বর্জন করেন। ১৯৬৪ সনে গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। জ্ঞান সাধনার জন্য ১৯৬৬ সনে তিনি 'প্রেসিডেন্ট পদক' পান। ১৯৮০ সনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের একুশে পদক লাভ করেন। ১৯৮১ সনে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'মুক্তধারা' তাঁহাকে সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে।

তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তাঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে: 'আবাহন' (কাব্য), 'ঝর্ণাধারা' (কাব্য), 'বঙ্গে সুফী প্রভাব,' 'চট্টগ্রামী বাংলার রহস্যভেদ,' 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য', 'এ হিস্ট্রি অব সুফীইজম ইন বেঙ্গল', 'মনীষা-মঞ্জুষা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)' ও 'বুলগেরিয়া ভ্রমণ'। ইহাছাড়াও ব্যাকরণ, অভিধান, পাঠ্যপুস্তক রচনা ও গ্রন্থ সম্পাদনায় তাঁহার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়।